দৈনিক খবর

তারিখ 25 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

## রাজশাহী বোর্ড মার্কশীট পাঠায়নি

# উত্তরাঞ্চলের কয়েক হাজার ছাত্র কলেজে ভর্তি হতে পারছে না

● লিয়াকত আলী বাদল ●

রাজশাহী বোর্ডের ১৯৯৩ সালের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল দু'মাস আগে প্রকাশিত হলেও এই বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শতাধিক স্কুল এমনকি শহরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্কুলে এখন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশীট ও টেবুলেশন সীট এসে পৌঁছেনি। ফলে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখনও কোন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারেনি বলে জানা গেছে। এদিকে বিভিন্ন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে এবং অনেক কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চলের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গত শুক্রবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া রংপুর সরকারী

২-এর পাতা ৬ষ্ঠ কঃ দেখুন

## উত্তরাঞ্চলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজ, বেগম রোকেয়া কলেজসহ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রধান প্রধান কলেজের ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে কিংবা ২/১ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে জানা গেছে। বর্তমানে যে সমস্ত স্কুলে এখনও মার্কসীট এসে পৌঁছেনি এ ধরনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন পর্যন্ত করতে পারছে না। ফলে তারা চরম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে যে সব স্কুলে মার্কশীট পৌঁছেছে তাতেও রয়েছে কাটাকাটি, ঘষামাজা, ওভার রাইটিং কোন কোন মার্কশীটে আবার পরীক্ষার্থীর নাম ভুল, আবার কোনটাতে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলে ভুল। এ ধরনের অসংখ্য ভুলে ভরা মার্কশীটধারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কয়েক শতাধিক বলে জানা গেছে। মার্কশীটে বিভিন্ন ভুল ও ওভার রাইটিংধারী ছাত্র-ছাত্রীগণও এখন পর্যন্ত কোন কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না বলে জানা গেছে।

এদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অভিনব এক নির্দেশ জারি করেছে বলে জানা গেছে। উক্ত নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, এখন থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা তার পক্ষে দায়িত্ব অর্পণকৃত শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে বোর্ড অফিসে উপস্থিত হয়ে এই মার্কস সার্টিফিকেট এবং টেবুলেশন শীট সংগ্রহ করতে হবে। অথচ ইতিপূর্বে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে মার্কস সার্টিফিকেট ও টেবুলেশন শীট পাঠিয়ে দিত। কিন্তু এবার বোর্ড অফিসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা উপরি কিছু পাওয়ার আশায় এই অবৈধ আদেশ জারী করেছেন বলে শিক্ষকগণ অভিযোগ করেছেন।